গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

বিষয়: রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মার্চ ২০১৯ মাসের সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
তারিখ	:	২৭ মার্চ ২০১৯
সময়	:	সকাল ১০:০০ টা
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ (৯ম তলা), রেলভবন, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট 'ক'।

০২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর সভাপতি সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (প্রশাসন-২)-কে অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২) সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী ২৭ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন এবং এতে কোন আপত্তি/সংশোধনী না থাকায় উক্ত কার্যবিবরণীটি অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী গত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়।

০৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিমোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতভাবে গৃহিত হয়ঃ

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td>৩.১</td><td>অনিস্পন্ন বিষয়</td><td>উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-৩ শাখার ৯টি এবং আইন শাখার ৩টিসহ মোট ১২টি বিষয় অনিষ্পন্ন রয়েছে। এছাড়া, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নিকট বাংলাদেশ রেলওয়ের- (১) প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদন, (২) বাংলাদেশ রেলওয়ের বিসিএস (রেলওয়ে: প্রকৌশল) এবং বিসিএস (রেলওয়ে: পরিবরহ ও বাণিজ্যিক) কাডারের হালনাগাদ জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রণয়ন; এবং (৩) খসড়া ভূ-সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর বিষয়ে মতামত প্রদান শীর্ষক বিষয়াদি অনিষ্পন্ন রয়েছে।
আলোচনায় অংশ নিয়ে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় বলেন, বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট পেন্ডিং বিষয়াদির বেশির ভাগই অভিযোগ তদন্ত সংক্রান্ত এবং সেগুলির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নিকট অনিষ্পন্ন বিষয়াদি আগামী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট অনিষ্পন্ন বিষয়াদি আগামী সমন্বয়সভার পূর্বে নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা দেন। এছাড়া, তিনি অনিষ্পন্ন বিষয়াদির নির্ভুল তালিকা প্রস্তুত করে প্রতিমাসের সমন্বয়সভায় উপস্থাপন অব্যাহত রাখার জন্যও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করেন।</td><td>(ক) রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নিকট অনিষ্পন্ন বিষয়াদি আগামী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট অনিষ্পন্ন বিষয়াদি আগামী সমন্বয়সভার পূর্বে নিষ্পত্তির করতে হবে; এবং
(খ) অনিষ্পন্ন বিষয়াদির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করে সমন্বয়সভায় উপস্থাপন অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; এবং
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ যুগ্মসচিব (আইন ও ভূমি) রেলপথ মন্ত্রণালয়।

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; এবং
২। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td>৩.২</td><td>অডিট আপত্তি</td><td>অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান, বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ মাসে প্রাপ্ত ১৩টি ব্রডশীট জবাবের ওপর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, ১০ম জাতীয় সংসদের পিএ কমিটি'তে আলোচিত এবং অনিষ্পন্ন ৫৮টি অডিট আপত্তির মধ্যে ৩৫টি আপত্তি বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট পেন্ডিং রয়েছে। তিনি ফেব্রুয়ারি ২০১৯ মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি, দাবী ও নিষ্পত্তির নিম্নোক্ত বিবরণ উপস্থাপন করেন:
<table>
<tr><th>আপত্তির ধরণ</th><th>ফেব্রু ১৯ মাস পর্যন্ত জের</th><th>ফেব্রু ১৯ মাসে প্রাপ্ত আপত্তি</th><th>মোট আপত্তি</th><th>ফেব্রু ১৯ মাসে নিষ্পত্তি</th><th>ফেব্রু ১৯ মাস শেষে অনিষ্পন্ন মোট আপত্তি</th></tr>
<tr><td>সাধারণ</td><td>১২,৬৫৪</td><td>-</td><td>১২,৬৫৪</td><td>-</td><td>১২,৬৫৪</td></tr>
<tr><td>অগ্রিম</td><td>১২১২</td><td>-</td><td>১২১২</td><td>-</td><td>১২১২</td></tr>
<tr><td>খসড়া</td><td>৫৯৮</td><td>-</td><td>৫৯৮</td><td>৩</td><td>৫৯৫</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>১৪৪৬৪</td><td>-</td><td>১৪৪৬৪</td><td>৩</td><td>১৪৪৬১</td></tr>
</table></td><td>(ক) দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা নিয়মিত আয়োজন অব্যাহত রাখত হবে এবং সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;
(খ) প্রতিমাসে বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত আপত্তির সংখ্যা/প্রমাপের তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;</td><td>১। মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব/পশ্চিম) বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
</table>

ক্র:নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		সভা অবহিত হয়, জানুয়ারি ২০১৯ ও ফেব্রুয়ারি ২০১৯ মাসে আয়োজিত ২টি ত্রি-পক্ষীয় সভা ও ৬টি দ্বি-পক্ষীয় সভায় মোট ৮৯টি অডিট আপত্তি আলোচিত হয়, যার মধ্যে ২৯টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি) সভায় জানান যে, দ্বি-পক্ষীয় সভার কোন কার্যবিবরণী পাওয়া যায় না; দ্বি-পক্ষীয় সভা সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন পাওয়া যায়, যা থেকে আপত্তির কোন সারমর্ম, নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ কিংবা অন্য কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে কোন তথ্য জানা যায় না। তিনি আরও বলেন, উভয় অঞ্চলের আপত্তিগুলোর reconsile সম্পন্ন হয়েছে। আপত্তি reconsile শেষে ১৯৬৬৩টি অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে মর্মে তিনি জানান। এছাড়া, ৮টি সমাপ্ত প্রকল্পের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য চাহিত জবাব সংশ্লিষ্টদের নিকট থেকে এখনও পাওয়া যায়নি। সভাপতি আগামী সমন্বয়সভায় প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তসহ বাংলাদেশ রেলওয়ের অডিট বিভাগের প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দেন। তিনি পিএ কমিটি'তে আলোচনার জন্য অপেক্ষায় থাকা অডিট আপত্তিগুলোর জবাব জরুরিভিত্তিতে প্রেরণ করার জন্যও নির্দেশনা দেন। প্রতিমাসে বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত আপত্তির সংখ্যা/প্রমাপের তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে অসহযোগিতা করবে তাদেরকে চিহ্নিত করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(গ) জাতীয় সংসদের পিএ কমিটি'তে আলোচনাযোগ্য অডিট আপত্তিগুলোর জবাব যথাসময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে; (ঘ) রেলওয়ের ৮টি সমাপ্ত প্রকল্পের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য চাহিত জবাব প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে; (ঙ) বাংলাদেশ রেলওয়ের যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে অসহযোগিতা করবে তাদেরকে চিহ্নিত করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
			(চ) আগামী সভায় রেলওয়ের অডিট বিভাগের প্রতিনিধিকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানাতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.৩	ই-ফাইলিং, ই-জিপি ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান, রেলভবনের প্রতিটি বিভাগে ই-ফাইলিং চালুর লক্ষ্যে ইতোমধ্যে তিন দফা প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সার্বিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং সকল শাখায় আংশিকভাবে ই-নথির কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ মাসে বাংলাদেশ রেলওয়েতে উপস্থাপিত মোট ১৩৯৬টি ডাকের মধ্যে ই-নথিতে ৪২টি ডাক উপস্থাপনপূর্বক নিষ্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া, মোট কার্যক্রমের ১১.৭৯% ই-নথির মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। রেলওয়ের দুই অঞ্চলের মহাব্যবস্থাপকসহ অন্যান্য কার্যালয়সমূহকে ই-ফাইলিং-এর আওতায় আনার জন্য ই-ফাইলিং-এর সত্ত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠান A2I প্রকল্পের সাথে কয়েক দফা যোগাযোগ করা হয়েছে। সভাপতি বলেন, বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রতিটি বিভাগে সম্পাদিত ই-ফাইলিং কার্যক্রমের সমন্বিত তথ্যাদি রেলপথ মন্ত্রণালয়ে ব্যবহৃত ছকে প্রেরণ করতে হবে এবং এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ই-ফাইলিং-এ নিষ্পত্তির হার বাড়াতে হবে। তিনি ই-ফাইলিং-এর ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে ও মন্ত্রণালয়ের সকল শাখা/অধিশাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়া, বাংলাদেশ রেলওয়ের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহে ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালুর নিমিত্ত সহায়তা প্রদানের জন্য A2I প্রকল্প পরিচালক-কে অনুরোধ জানানোর জন্য সভাপতি পরামর্শ দেন এবং একাজে সক্রিয় সহায়তা প্রদানের জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয়ের আইটি সেলের কর্মকর্তাদেরকে তিনি নির্দেশনা দেন।	(ক) রেলভবনসহ বাংলাদেশ রেলওয়ের উভয় অঞ্চলের প্রতিটি বিভাগে ই-ফাইলিং চালু করতে হবে এবং এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে; (খ) বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রতিটি বিভাগে সম্পাদিত ই-ফাইলিং কার্যক্রমের সমন্বিত তথ্যাদি রেলপথ মন্ত্রণালয়ে ব্যবহৃত ছকে প্রেরণ করতে হবে;	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
			(গ) বাংলাদেশ রেলওয়ের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহে ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালুর নিমিত্ত সহায়তা প্রদানের জন্য A2I প্রকল্প পরিচালক-কে	১। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

<table>
<tr><th>ং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>অনুরোধ জানানোর</td><td></td></tr>
<tr><td>.৪</td><td>বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি</td><td>সভায় ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলাসমূহের নিম্নোক্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়:
<table>
<tr><th>মন্ত্রণালয়/ সংস্থার নাম</th><th>ফেব্রু ১৯ মাসের জের</th><th>ফেব্রু ১৯ মাসে প্রাপ্ত</th><th>মোট মামলা</th><th>ফেব্রু ১৯ মাসে নিষ্পত্তি</th><th>বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলা</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>বাংলাদেশ রেলওয়ে</td><td>২৮২</td><td>২২</td><td>৩০৪</td><td>২৯</td><td>২৭৫</td><td>২৭৫টি মামলার মধ্যে ৬ মাসের উর্ধ্বে রয়েছে ৮৮টি মামলা।</td></tr>
<tr><td>রেলপথ মন্ত্রণালয়</td><td>৪৭</td><td>-</td><td>৪৭</td><td>১</td><td>৪৬</td><td>৬ মাসের উর্ধ্বে রয়েছে ৪৬টি মামলা।</td></tr>
</table>
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, পেন্ডিং বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
সভাপতি বিভাগীয় মামলার তদন্ত কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিলসহ নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) পেন্ডিং বিভাগীয় মামলার তদন্ত কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক দ্রুত সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে; এবং
(খ) পেন্ডিং বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td>৩.৫</td><td>জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ</td><td>মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, বিসিএস রেলওয়ে ক্যাডার প্রবেশ পদ ২১টি শূন্য রয়েছে; ৩৭ হতে ৪১তম বিসিএস পরীক্ষা হতে পুরণের জন্য ৩৮জনের চাহিদা পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, ৩৭তম বিসিএস থেকে নন-ক্যাডার (ডাক্তার) পদে ১২জনের নিয়োগের চাহিদা এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদের (বিভিন্ন ট্রেড) ২৩৩টি চাহিদা রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, ইতোমধ্যে পিএসসির সুপারিশের প্রেক্ষিতে উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল ড্রইং) পদে ২জন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ওয়ে) পদে ২৪জন এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলী (এস্টিমেটর) পদে ৭জনসহ মোট ৩৩জন যোগদান করেছেন। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের জনবল ও শূন্য পদের বিবরণ নিম্নরূপঃ
<table>
<tr><th>শ্রেণি</th><th>মোট পদ</th><th>কর্মরত</th><th>মোট শূন্যপদ</th><th>সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্যপদ</th></tr>
<tr><td>১ম</td><td>৫৬৩</td><td>৪০৫</td><td>১৫৮</td><td>৩৩</td></tr>
<tr><td>২য়</td><td>১৫৮৭</td><td>৮৭৪</td><td>৭১৩</td><td>৩৯০</td></tr>
<tr><td>৩য়</td><td>২১৬৪৪</td><td>১২৩৯০</td><td>৯২৫৪</td><td>১৭২২</td></tr>
<tr><td>৪র্থ</td><td>১৬৪৮১</td><td>১১৩৪৩</td><td>৫১৩৮</td><td>৪৮৫৫</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৪০২৭৫</td><td>২৫০১২</td><td>১৫২৬৩</td><td>৭০০০</td></tr>
</table>
আলোচনায় অংশ নিয়ে পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় বলেন যে, ফিডার পদে যোগ্যতা নেই বিধায় শূন্য পদের একটি বিরাট অংশকে পদোন্নতি দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফিডার পদে নিয়োগের যোগ্যতা প্রমার্জন করা হলে পদোন্নতির মাধ্যমে শূন্য পদ পূরণ করা সম্ভব হবে।

সভাপতি রেলওয়ের জনবল সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য ছকে (শূন্য পদের বিপরীতে সরাসরি নিয়োগযোগ্য ও পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগযোগ্য গ্রেডভিত্তিক পদের সংখ্যা এবং প্রতিবেদনাধীন মাসে নতুন নিয়োগ ও চাকুরী হতে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারির তথ্য) মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেন। তিনি বাংলাদেশ রেলওয়ের জনবল নিয়োগ বিধি পর্যালোচনা করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য নির্দেশনা দেন। এছাড়া, APA এবং NIS-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিমাসের সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের জন্য সভাপতি নির্দেশনা দেন।</td><td>(ক) রেলওয়ের শূন্যপদে নিয়োগের কার্যক্রম অতি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে;
(খ) রেলওয়ের জনবল সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য ছকে (শূন্য পদের বিপরীতে সরাসরি নিয়োগযোগ্য ও পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগযোগ্য গ্রেডভিত্তিক পদের সংখ্যা এবং প্রতিবেদনাধীন মাসে নতুন নিয়োগ ও চাকুরী হতে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারির তথ্য) মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;
(গ) রেলওয়ের শূন্য পদ পূরণের জন্য ফিডার পদে নিয়োগের যোগ্যতা প্রমার্জনের জন্য যৌক্তিকতাসহ প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে;
(ঘ) বাংলাদেশ রেলওয়ের জনবল নিয়োগ বিধি পর্যালোচনা করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে; এবং
(ঙ) APA এবং NIS-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশ</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ, রেলওয়ে।
২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ, রেলওয়ে।</td></tr>
</table>

ক্র:নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
			রেলওয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিমাসের সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	
৩.৬	রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়ন (মোবাইল কোর্ট, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, নির্ধারিত সময়ে ট্রেন পরিচালনা, পরিদর্শন ইত্যাদি)	**(ক) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা:** উপসচিব (প্রশাসন-১) সভায় জানান যে, ফেব্রুয়ারি ২০১৯ মাসে ০৪টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে এবং ৬৮টি মামলা দায়ের করে ১২,২০০/- টাকা অর্থদন্ড আদায় করা হয়েছে। তবে কোন আসামীকে জেল দেওয়া হয়নি। তিনি আরও বলেন যে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক কমলাপুর, বিমানবন্দর, টঙ্গী, জয়দেবপুর, ভৈরব এবং ব্রাক্ষণবাড়িয়া স্টেশনসহ বড় বড় স্টেশনগুলোতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া, মোবাইল কোর্ট পরিচালনারযোগ্য মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তাকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা প্রদানের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। আলোচনায় অংশ নিয়ে উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় বলেন যে, জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে যৌথভাবে তিনি গত ৭ মার্চ ২০১৯ তারিখে যশোর রেলওয়ে স্টেশনে এবং ১৫ মার্চ ২০১৯ তারিখে সৈয়দপুর রেলওয়ে স্টেশনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছেন। বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্ট-এর কোন তথ্য এবং আদায়কৃত অর্থদন্ডের পরিমাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় না। তিনি মাঠ প্রশাসনে কর্মরত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক রেলপথ আইন ১৮৯০-এর আওতায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ জানানোর প্রস্তাব করেন। সভাপতি বলেন যে, এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা ছাড়াও যাত্রীদের সুষ্ঠু ও নিরাপদে ট্রেন ভ্রমণ নিশ্চিতের স্বার্থে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেসীতে কর্মরত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক রেলপথ আইন ১৮৯০-এর আওতায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ জানানোর নির্দেশনা দেন। এছাড়া, তিনি বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্ট-এর কোন তথ্য এবং আদায়কৃত অর্থদন্ডের পরিমাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা দেন।	(ক) কমলাপুর, বিমানবন্দর, টঙ্গী, জয়দেবপুর, ভৈরব এবং ব্রাক্ষণবাড়িয়া স্টেশনসহ বড় বড় স্টেশনগুলোতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে; (খ) জেলা ম্যাজিস্ট্রেসীতে কর্মরত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক রেলপথ আইন ১৮৯০-এর আওতায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ জানাতে হবে ; এবং (গ) বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্ট-এর কোন তথ্য এবং আদায়কৃত অর্থদন্ডের পরিমাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)। ১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
		(খ) পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা: উপসচিব (প্রশাসন-১) সভায় জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে ট্রেন এবং রেলওয়ে স্টেশন পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতামূলক কার্যক্রমও পরিচালনা করেন। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, ঢাকাসহ সকল ডিভিশনে চলাচলকারী যাত্রীবাহী ট্রেনের ভিতরের ফ্লোর, সিট কভার, টয়লেট ইত্যাদি নিয়মিতভাবে পরিস্কার করা হচ্ছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ মাসে পূর্বাঞ্চলে ৬৮৬টি এবং পশ্চিমাঞ্চলে ৪৮৪টি মোট ১১৭০টি কোচের ফিউমিগেশন করা হয়েছে। এছাড়া, এসএসএই/টিক্সআরগণকে আন্ত:নগর ট্রেনসহ সকল ট্রেনের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণ এবং সম্মানিত যাত্রীসাধারণ যাতে স্বাচ্ছন্দে ভ্রমণ করতে পারেন সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	(ক) রেল এবং রেল স্টেশনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার জন্য অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে; (খ) দেশের প্রতিটি স্টেশনে কর্মরত/নিয়োজিত ট্রাফিক বিভাগ এবং স্বাস্থ্য বিভাগের সুইপারদের সংখ্যা সম্বলিত প্রতিবেদন আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে	১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)। ৫। প্রধান

<table>
<tr><th></th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>সভাপতি বলেন, রেলস্টেশন ও রেলের ভিতরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ওপর মন্ত্রণালয়ের ভাবমূর্তি অনেকাংশে নির্ভরশীল। সুইপার থাকা সত্ত্বেও যে সকল স্টেশনে ট্রেন থামে না সে সকল স্টেশন অপরিস্কার ও নোংরা থাকে। তিনি দেশের প্রতিটি স্টেশনে কর্মরত/নিয়োজিত ট্রাফিক বিভাগ এবং স্বাস্থ্য বিভাগের সুইপারদের সংখ্যা সম্বলিত প্রতিবেদন আগামী সমন্বয় উপস্থাপনের জন্য নির্দেশনা দেন। এছাড়া, সুইপারদের কাজ ভালোভাবে তদারকি করা এবং দায়িত্বে অবহেলাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে তিনি নির্দেশনা দেন।</td><td>হবে; এবং
(গ) রেল ও রেল স্টেশনের সুইপারদের কাজ তদারকি করতে হবে এবং দায়িত্বে অবহেলাকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।</td><td>চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(গ) সময়ানুবর্তিতার সাথে ট্রেন পরিচালনাঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের সময়সূচি অনুযায়ী ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করাসহ ট্রেন চলাচলের সময়ানুবর্তিতা রক্ষায় সার্বক্ষণিক নজরদারী অব্যাহত রয়েছে। তিনি সময়নুবর্তিতার সাথে ট্রেন পরিচালনা তুলনামূলক চিত্র তুল ধরেনঃ
<table><tr><th>মাস ও বছর</th><th>শতকরা হার</th></tr><tr><td>ফেব্রুয়ারি ২০১৯</td><td>৮৩%</td></tr><tr><td>ফেব্রুয়ারি ২০১৮</td><td>৮৬%</td></tr></table>
সভাপতি এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার বৃদ্ধি এবং সময়সূচিতে বিচ্যুতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে আনার নির্দেশনা দেন । তিনি সময়ানুবর্তিতার সাথে ট্রেন পরিচালনার তুলনামূলক চিত্র পর্যালোচনার জন্য চলতি বছরের বিবেচ্য মাসসহ ২ মাসের সাথে গত বছরের অনুরুপ ২ মাসের সময়ানুবর্তিতার হারের একটি ছক প্রস্তুত করে সভায় উপস্থাপন করার জন্য নির্দেশ দেন।</td><td>(ক) এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার বৃদ্ধি এবং সময়সূচিতে বিচ্যুতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে আনতে হবে; এবং
(খ) সময়ানুবর্তিতার সাথে ট্রেন পরিচালনার তুলনামূলক চিত্র পর্যালোচনার জন্য চলতি বছরের বিবেচ্য ২ মাসের সাথে গত বছরের ২ মাসের সময়ানুবর্তিতার হারের একটি চিত্র ছকে উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে; এবং
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(ঘ) পরিদর্শন: সভাপতি বলেন, রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়ন উন্নয়নের লক্ষ্যে রেল ও রেলস্টেশন নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে এবং রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সম্পাদিত পরিদর্শনের তথ্যাদি প্রতিমাসের সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>রেল ও রেলস্টেশন নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে এবং পরিদর্শনের তথ্যাদি প্রতিমাসের সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়;
৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td>৩.৭</td><td>রেলওয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা</td><td>রেলওয়ে পুলিশ হতে জানানো হয়েছে, চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ প্রতিরোধে স্থানীয় গণ্যমাণ্য ব্যক্তি, মসজিদের ইমাম, জনপ্রতিনিধি ও কমিউনিটি পুলিশিং-এর মাধ্যমে জনসচেতনতামূলক সভা আয়োজন অব্যাহত আছে। এছাড়া, ট্রেনের ছাদে ভ্রমণ রোধকল্পে অভিযান অব্যাহত আছে। রেলওয়ে পুলিশ কর্তৃক পরিচালিত ফ্রেবুয়ারি ২০১৯ মাসে পরিচালিত নিম্নোক্ত কার্যক্রম সভায় উপস্থাপন করা হয়:
(অংকসমূহ হাজার টাকায়)
<table><tr><th>মাস</th><th>মোবাইল কোর্ট</th><th>পুলিশ অভিযান</th><th>যাত্রী গ্রেফতার</th><th>বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড</th><th>বিচারাধীন</th><th>জরিমানা আরোপ</th><th>মোট জরিমানার পরিমাণ</th><th>উদ্ধারকৃত মালামাল এর মূল্য</th></tr><tr><td>জানু ১৯</td><td>৫টি</td><td>২২৭৭টি</td><td>৩৬৯৬ জন</td><td>২৫জন</td><td>২১০ জন</td><td>৩৪৪৬ জন</td><td>৫৪৫</td><td>৪৪৮৭</td></tr><tr><td>ফেব্রু ১৯</td><td>২০টি</td><td>২৪৩৬টি</td><td>৩৭৬৪জন</td><td>১ জন</td><td>২২৪ জন</td><td>৩৫২৫ জন</td><td>৬৮৫</td><td>৩৩৫৬</td></tr></table></td><td>(ক) ট্রেনের যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ; বিনা টিকিটে যাত্রীদের ট্রেনের ভিতরে ও ছাঁদে ওঠা বন্ধ এবং চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপরোধে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ।
৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম) হতে প্রাপ্ত ট্রেনের ইঞ্জিন, পাওয়ার কার ও ছাদে ভ্রমণ প্রতিরোধ কার্যক্রমের ফ্রেবুয়ারি ২০১৯ মাসে নিম্নোক্ত তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করা হয়:
(অংকসমূহ হাজার টাকায়)
<table>
<tr><th>দপ্তর</th><th>অভিযান</th><th>জরিমানাকৃত যাত্রী সংখ্যা</th><th>আদায়কৃত টাকা</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>আরএনবি (পূর্ব)</td><td>৬৮৮ টি</td><td>৩৩৪১৯ জন</td><td>৫৯,৭৭,৩৬০/-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>আরএনবি (পশ্চিম)</td><td>৩৬৫ টি</td><td>৫৫৪৮ জন</td><td>৩,৯৫,৪৩৩/-</td><td>-</td></tr>
</table>

রেলওয়ে পুলিশের প্রতিনিধি সভায় জানান যে, আগামী ঈদকে সামনে রেখে রেলওয়ে পুলিশ নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হবে এবং এ লক্ষ্যে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ট্রেনের ছাদে যাত্রী ওঠা রোধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ইজারাদারকে নির্দেশনা দিতে হবে এবং ব্যর্থতায় তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, ঢাকা কমলাপুর, ঢাকা বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম স্টেশনে বিনা টিকিটের যাত্রী প্রবেশ রোধ করার জন্য বিদ্যমান পকেট গেট বন্ধ করা হবে।
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, তেল চুরির দায়ে অভিযুক্ত এলএম ও এএলএমদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত আছে এবং তেল চুরির বিষয়ে গঠিত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
আলোচনায় অংশ নিয়ে যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) জনাব আহমেদ মোর্শেদ বলেন, চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপরোধ এবং বিনা টিকিটে যাত্রীদের ট্রেনের ভিতরে ও ছাঁদে ওঠা রোধকল্পে জনসচেতনতামূলক প্রবন্ধ পাঠ্য-পুস্তকে অর্ন্তভুক্তির জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনুরোধ করা যেতে পারে।

সভাপতি বলেন যে, আগামী ঈদে যাত্রীদের চাপ মোকাবেলার জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া, চলন্ত ট্রেন থামিয়ে তেল চুরি করা বন্ধ করতে হবে এবং তেল চুরির দায়ে অভিযুক্ত লোকোমাস্টারদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থাসহ তদন্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। তিনি রেল স্টেশনে যেন অবৈধ যাত্রীরা ঢুকতে না পারে সে জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলোতে পকেট গেট বন্ধ ও ফেন্সিং করার নির্দেশনা দেন।</td><td>(খ) তেল চুরির দায়ে অভিযুক্ত লোকোমাস্টারদের বিরুদ্ধে গৃহিত ব্যবস্থাসহ তদন্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;
(গ) আগামী ঈদে যাত্রীদের চাপ মোকাবেলায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে;
(ঘ) ঢাকা কমলাপুর, ঢাকা বিমানবন্দর, চট্টগ্রামসহ গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশনগুলোর পকেট গেট বন্ধকরণসহ ফেন্সিং করতে হবে;
(ঙ) বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ট্রেনের ছাদে যাত্রী ওঠা রোধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ইজারাদারকে নির্দেশনা দিতে হবে এবং ব্যর্থতায় তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে; এবং
(চ) রেলওয়ের নিরাপত্তা সচতেনতা বৃদ্ধিমূলক প্রবন্ধ পাঠ্য-পুস্তকে অন্তর্ভুক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানাতে হবে।</td><td>৪। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়;</td></tr>
<tr><td>৩.৮</td><td>রেলওয়ের রাজস্ব আয়-ব্যয়</td><td>মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, রেলওয়ে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব অর্জনের লক্ষ্যে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বাংলাদেশ রেলওয়ের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ মাসের খাতভিত্তিক (যাত্রী, মালামাল, পার্শ্বেল ও অন্যান্য) রাজস্ব অর্জনের নিম্নরূপ তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করেন:
<table>
<tr><th>খাত</th><th>লক্ষ্যমাত্রা (রাজস্ব অনুযায়ী)</th><th>লক্ষ্যমাত্রা (এপিএ অনুযায়ী)</th><th>ফেব্রুয়ারি ২০১৯ মাসে অর্জন</th><th>শতকরা হার (রাজস্ব অনুযায়ী)</th><th>শতকরা হার (এপিএ অনুযায়ী)</th></tr>
<tr><td>যাত্রী সংখ্যা (হাজারে)</td><td>-</td><td>৬৬৬৬</td><td>৭৭৪০</td><td>-</td><td>১১৬%</td></tr>
<tr><td>যাত্রী বাবদ আয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>৮৪২৫</td><td>৭০৮৩</td><td>৮৭৭২</td><td>১০৪%</td><td>১২৩%</td></tr>
<tr><td>মালামাল/ পার্শ্বেল বাবদ আয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>৪১৬৭</td><td>২০০০</td><td>২৭৬৩</td><td>৬৬%</td><td>১৩৮%</td></tr>
</table></td><td>(ক) ২০১৮-১৯ অর্থবছরের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করতে হবে;
(খ) রাজস্ব আদায়ের টার্গেট-কে মাসের পাশাপাশি মৌসুমভিত্তিক করার বিয়ষটি পরীক্ষা করতে হবে; এবং
(গ) প্রতিমাসে খাতভিত্তিক ব্যয়ের</td><td>মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্রঃনং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>বিবিধ আয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>৪১৬৭</td><td>১৭০৮</td><td>১০৬৫</td><td>২৫%</td><td>৬২%</td></tr>
<tr><td>মোট আয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>১৬৭৫৮</td><td>১০৭৯১</td><td>১২৬০০</td><td>৭৫%</td><td>১১৬%</td></tr>
</table>
সভাপতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করাসহ বিবিধ আয় যথাযথভাবে অর্জন করার নিমিত্ত সর্বাত্নক উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশ দেন। তিনি রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি খাতভিত্তিক ব্যয় বিবরণীও সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা দেন।
</td><td>বিবরণীও সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td></td></tr>
<tr><td>৩.৯</td><td>অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ</td><td>
উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের জমিতে অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রমের নিম্নরুপ তথ্যাদি উপস্থাপন করেনঃ
<table>
<tr><th>দপ্তর</th><th>মোট জমি পরিমাণ (একর)</th><th>ফেব্রু ১৯ মাস পর্যন্ত অবৈধ দখলে (একর)</th><th>ফেব্রু ১৯ মাসে উদ্ধার (একর)</th><th>ফেব্রু ১৯ মাস শেষে অবৈধ দখলে (একর)</th></tr>
<tr><td>পূর্ব</td><td>২৪৪৪০.৯৩</td><td>৫৬৫.৮৮৮</td><td>১৪.৬২</td><td>৫৫১.২৬৮</td></tr>
<tr><td>পশ্চিম</td><td>৩৭৪১৯.৩৫</td><td>২৭৭৮.৩৩</td><td>১৯.৪৩</td><td>২৭৫৮.৯০</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৬১৮৬০.২৮</td><td>৩৩৪৪.২১৮</td><td>৩৪.০৫</td><td>৩৩১০.১৬৮</td></tr>
</table>
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, অবৈধ রেলভূমি উদ্ধার এবং রেলওয়ে স্টেশনে অবস্থিত অবৈধ দোকান/স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পশ্চিম) সভায় জানান যে, লোকবল না থাকার কারণে উদ্ধার কার্যক্রম জোরদার করা সম্ভব হচ্ছে না।
সভাপতি বলেন যে, অবৈধ রেলভূমি উদ্ধার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করাসহ এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। উদ্ধারকৃত রেলভূমি যেন পুনরায় অবৈধ দখলে না যায়, সে জন্য RCC পিলার ও কাঁটা তারের বেড়া দেয়া এবং স্টেশনে কোন অবৈধ দোকান/স্থাপনা থাকলে তাও উচ্ছেদ করার জন্য তিনি নির্দেশনা দেন। হবে।
</td><td>(ক) বাংলাদেশ রেলওয়ের জমির অবৈধ দখল উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে;
(খ) উদ্ধারকৃত জমি যেন পুনরায় অবৈধ দখলে না যায়-সে জন্য RCC পিলার ও কাঁটা তারের বেড়া দিতে হবে; এবং
(গ) স্টেশনের অবৈধ দোকান/স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আই), বাংলাদেশ রেলওয়ে;
৩। যুগ্মসচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td>৩.১০</td><td>বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা</td><td>
সভায় ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের সাটিফিকেট মামলার নিম্নোক্ত বিবরণ সভায় উপস্থাপন করা হয়:
(অংকসমূহ হাজার টাকায়)
<table>
<tr><th>অঞ্চল</th><th colspan="2">ফেব্রুয়ারি ১৯ মাসের জের</th><th colspan="2">ফেব্রুয়ারি ১৯ মাসে দায়ের</th><th colspan="2">ফেব্রুয়ারি ১৯ মাসে নিষ্পত্তি</th><th colspan="2">ফেব্রুয়ারি ১৯ মাস শেষে</th></tr>
<tr><th></th><th>মামলা</th><th>দাবীকৃত টাকার পরিমাণ</th><th>মামলা</th><th>টাকার পরিমাণ</th><th>মামলা</th><th>দাবীকৃত টাকার পরিমাণ</th><th>মামলা</th><th>দাবীকৃত টাকার পরিমাণ</th></tr>
<tr><td>পূর্ব</td><td>১০৮</td><td>৫৯৩২৭</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>১১৯</td><td>১০৮</td><td>৫৯২০৮</td></tr>
<tr><td>পশ্চিম</td><td>৪৫</td><td>৩৮৩২৮</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>১১১</td><td>৪৫</td><td>৩৮২১৭</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>১৫৩</td><td>৯৭৬৫৬</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>২৩০</td><td>১৫৩</td><td>৯৭৪২৬</td></tr>
</table>
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, যে সব সার্টিফিকেট মামলায় দাবীর পরিমাণ বেশী, কিন্তু কিস্তির পরিমাণ কম-সেসব মামলার তালিকা তৈরি করার জন্য প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব) ও প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পশ্চিম)-কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
</td><td>সাটিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধির জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক রাজস্ব সভায় উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। যুগ্ম-সচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td>৩.১১</td><td>টিকেট কালো বাজারীরোধ</td><td>মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে বলেন যে, বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনসমূহে সিসি ক্যামেরা বিদ্যমান রয়েছে। রেলওয়ে টিকেট কালোবাজারি রোধসহ টিকেটের উপর সুষ্ঠু ব্যবস্থার স্বার্থে টিকেটের উপর যাত্রীর নাম লেখার বিষয়টি সোনার বাংলা এক্সপ্রেসের ট্রেনের মাধ্যমে শুরু করা হয়েছে। টিকেট কালোবাজারি রোধে অনলাইন টিকেট বিক্রির কোটা বৃদ্ধির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। স্টেশনে কর্মরত সকল শ্রেণীর ট্রাফিক কর্মচারীদের টিকেট কালোবাজারি সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সিসিএম ও সিওপিএস-দের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়াও টিকেট কালোবাজারি রোধকল্পে স্টেশনে কর্মরত বুকিং সহকারীদের চাকুরী ০৩ (তিন) বছর পূর্ণ হলে তাদেরকে বদলীর জন্য সংশ্লিষ্টদের ইতোমধ্যেই নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।</td><td>(ক) টিকেট কালোবাজারী বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং
(খ) বিনা টিকেটে কেউ যেন প্লাটফরমে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;
২। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক. রেলওয়ে পুলিশ
৩। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), রেলওয়ে নিরাপত্তা</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>আলোচনায় অংশ নিয়ে রেলওয়ে পুলিশের প্রতিনিধি সভায় জানান যে, টিকেট কালোবাজারী বন্ধে রেলওয়ে পুলিশের পক্ষ হতে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া, বিনা টিকেটে কেউ যেন প্লাটর্ফমে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য পুলিশ সুপারদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব) সভায় জানান যে, যে সকল স্টেশনে আরএনবি বিভাগের সদস্যরা কর্মরত রয়েছে সে সকল স্টেশনে বিনা টিকেট কেউ যেন প্লাটর্ফমে প্রবেশ করতে না পারে-সে বিষয়ে আরএনবি সদস্যগণ তৎপর রয়েছে। সভাপতি বিনা টিকেটে প্লাটফরমে প্রবেশরোধ এবং টিকেট কালোবাজারীরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি টিকেট কালোবাজারী বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার জন্য নির্দেশনা দেন।</td><td></td><td>বাহিনী, বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
<tr><td>৩.১২</td><td>রেলওয়ে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম</td><td>বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম) কর্তৃক রেলওয়ে টার্মিনাল, স্টেশন, কলোনী, স্থাপনাসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করা হচ্ছে মর্মে সভায় জানানো হয়। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পশ্চিম)-এর অধীনস্থ হাসপাতালসমূহে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ মাসে হাসপাতাল ও ডিসপেন্সারি হতে চিকিৎসা প্রাপ্ত রোগীর তথ্যাদি নিম্নরূপঃ
<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>ভর্তি কর্মকর্তা/কর্মচারী</th><th>ভর্তি নির্ভরশীল</th><th>বহি:বিভাগ কর্মকর্তা/কর্মচারী</th><th>বহি:বিভাগ নির্ভরশীল</th><th>চি</th></tr>
<tr><td>১.</td><td>৪৩</td><td>৪৭</td><td>৪২৯৪</td><td>৪১৯০</td><td></td></tr>
</table>

আলোচনায় অংশ নিয়ে প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পশ্চিম), সভায় জানান যে, রেলওয়ে হাসপাতালগুলোর রোগীদের জন্য computerized registration চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক কমলাপুর রেলওয়ে হাসপাতালকে জেনারেল হাসপাতালে রূপান্তর কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্যাদি প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেন। এছাড়া, উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য তিনি মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সভা আয়োজন করারও নির্দেশনা দেন। বাংলাদেশ রেলওয়ে হাসপাতালের সার্বিক কার্যক্রম যথা- ডাক্তার, নার্স, রোগী, ঔষধ সরবরাহ, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত তথ্যাদি ছক আকারে প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্যও তিনি নির্দেশনা দেন। সভাপতি রেলওয়ে হাসপাতালগুলোর রোগীদের computerized registration পদ্ধতি প্রচলন করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের ওপর জোর দেন।</td><td>(ক) রেলওয়ে হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, রোগী, ঔষধ সরবরাহ, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত তথ্যাদি ছক আকারে প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণে করতে হবে ;
(খ) রেলওয়ে হাসপাতালগুলোর রোগীদের জন্য computerized registration পদ্ধতি চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং
(গ) কমলাপুর রেলওয়ে হাসপাতালকে জেনারেল হাসপাতালে রূপান্তর কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে সভা আয়োজন করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td>৩.১৩</td><td>এক্সেভেটর ও ট্রাক ক্রয় এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় নির্বাহ সংক্রান্ত</td><td>মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, এক্সেভেটর ও ট্রাক ক্রয়, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অঞ্চলভিত্তিক ২টি কমিটি গঠন করা হয়েছে।
সভাপতি দুই অঞ্চলে ব্যবহারের জন্য দুইটি ট্রাক ও দুই এক্সেভেটর ক্রয় এবং এর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য একটি প্রকল্প হাতে নেয়ার জন্য নির্দেশনা দেন।</td><td>দুইটি ট্রাক ও দুই এক্সেভেটর ক্রয় এবং এর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে।</td><td>মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে</td></tr>
<tr><td>৩.১৪</td><td>বিবিধ</td><td>অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, মাননীয় রেল মন্ত্রী সম্প্রতি পার্বতীপুর পরিদর্শনে যান। বহিরাগতদের চাপ থাকায় রেলওয়ে কর্মচারীরা নিরাপত্তা হীনতায় রয়েছেন মর্মে মাননীয় মন্ত্রীকে অবহিত করা হয়েছে। এছাড়া, তেল চুরিসহ নানা অনিয়মের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।
সভাপতি বলেন, সুনির্দিষ্ট অভিযোগের জন্য দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা করতে হবে এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে চাকুরিচ্যুত করতে হবে। এছাড়া, প্রতিটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত জেলা সমন্বয় সভায় রেলওয়ের কর্মকর্তাদেরকে উপস্থিত থেকে সংশ্লিষ্ট</td><td>(ক) সুনির্দিষ্ট অভিযোগের জন্য দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং
(খ) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত জেলা উন্নয়ন ও সমন্বয়</td><td>১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
</table>

বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
	জেলায় রেলওয়ের সমস্যাদি তুলে ধরার জন্য সভাপতি নির্দেশ দেন।	সভায় রেলওয়ের কর্মকর্তাদেরকে উপস্থিত থাকতে হবে এবং রেলওয়ের সমস্যাদি তুলে ধরতে হবে।	

০৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মো: মোফাজ্জেল হোসেন)
সচিব

তারিখ: ২১ চৈত্র ১৪২৫ / ০৪ এপ্রিল ২০১৯

নং ৫৪.০০.০০০০.০০৮.০৬.০১৩.১৮- ২৫৯

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ, কমলাপুর, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এসএন্ডসিপি/আরএস/অপারেশন/অবকাঠামো/অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৫। যুগ্মসচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৬। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
৭। সহকারি রেল পরিদর্শক, রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর, পুরাতন রেলভবন, ঢাকা।
৮। রেক্টর, রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমী, চট্রগ্রাম।
৯। যুগ্মমহাপরিচালক (মেকানিক্যাল/প্রকৌশল/অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
১০। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
১১। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
১২। প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
১৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৪। উপসচিব(সকল)/উপপ্রধান, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৫। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৬। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
১৭। চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
১৮। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা/চট্রগ্রাম/লালমনিরহাট/পাকশী।
১৯। সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২০। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
২১। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২২। চীফ কমানডেন্ট (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
২৩। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৪। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৫। আইন কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।

০৪/৪/১৯
(আলতাফ হোসেন সেখ)
উপ-সচিব
ফোন: ৮৮-০২-৪৭১২৪৩১৫
admin2@mor.gov.bd